ভোরের কাগজ

5 FEB 20.3

রা.বি'র পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন আইটি কোর্স

শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও দলীয়করণের অভিযোগ, মান নিয়ে উদ্বিগ্ন শিক্ষার্থীরা

রাজশাহী ও রা.বি প্রতিনিধি : অনিয়ম, দলীয়করণ ও রঞ্জনপ্রীতির আশ্রয় নিয়ে অনভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন-ইনফরমেশন টেকনোলজি (পিজিডি আইটি) কোর্সের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে শিক্ষকদের দায়িত্ব বণ্টন এবং পারিশ্রমিক প্রদানেও পক্ষপাতিত্বের। ফলে দেশে দক্ষ কম্পিউটার প্রোগ্রামার তৈরির উদ্দেশ্য হোঁচট খেতে বসেছে। ছাত্রছাত্রীরাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

সূত্র জানায়, ২০০১ সালের প্রথম দিকে আওয়ামী লীগ সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশে দক্ষ কম্পিউটার প্রোগ্রামার তৈরি করার জন্য ৩ বছর মেয়াদি ৯৫ কোটি টাকার একটি প্রজেক্ট হাতে নেয়। এ লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩ কোটি টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। এই টাকায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন-ইনফরমেশন টেকনোলজি (পিজিডি) কোর্সে প্রতিবছর ৬০ জন দক্ষ প্রোগ্রামার তৈরির পরিকল্পনা ছিল।

সূত্র মতে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিজিডি আইটি কোর্স চালু করার জন্য কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এক বছর মেয়াদি এই কোর্সের প্রথম সেমিস্টার গত বছরের জানুয়ারি মাসে শুরু হয়। মে-জুন মাসে শুরু হয় কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে দলীয়করণ। অভিযোগ রয়েছে, এ সময় প্রশাসনের চাপের মুখে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক অমল কৃষ্ণ কর্মকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। যদিও পদত্যাগপত্রে তিনি ব্যক্তিগত কারণই উল্লেখ করেন।

সূত্র মতে, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে পিজিডি আইটি কোর্সের কো-অর্ডিনেটর নিযুক্ত হয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে প্রশাসন কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ থেকে কাউকে বিভাগীয় চেয়ারম্যান না করে দলীয় সমর্থক ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের বিতর্কিত অধ্যাপক খাজা জাকারিয়া চিশতিকে ডেপুটেশনে এনে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয়। ফলে তিনি পিজিডি আইটি কোর্সের কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্বও লাভ করেন, যদিও কম্পিউটার বিষয়ে তার অনার্স, মাস্টার্স, এমফিল বা পিএইচডি ও ধরনের কোনো ডিগ্রি এবং আন্তর্জাতিক জার্নাল নেই।

সূত্রগুলো অভিযোগ করেছে, পিজিডি কোর্সে পড়ানোর জন্য যেসব শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে বিএনপি সমর্থক শিক্ষকরাই আর্থিক সুবিধা বেশি পেয়ে থাকেন। এদের মধ্যে অধ্যাপক মারুফ মনোয়ার জয়, ওয়াহেদুল ইসলাম সুমন, শারমিন নিলুফার, আখতার হোসেন মিটন প্রত্যেককে পুরো কোর্সে ৫২ ঘণ্টা হিসেবে ৩২ হাজার টাকা করে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। এছাড়া পিজিডি কোর্সের গুরুত্বপূর্ণ জাভা প্রোগ্রামিংয়ের জন্য ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এসএম মোতাকাব্বেরকে (চেয়ারম্যানের বন্ধু) দায়িত্ব দেওয়া হয়। কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছে, ওই শিক্ষকের জাভা প্রোগ্রামিংয়ের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। অথচ অধ্যাপক মোতাকাব্বের ওই কোর্সের জন্য ৬৫ ঘণ্টা হিসাবে ৪০ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে বিএনপি সমর্থক নয় এরকম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকদের মাত্র ১৩ ঘণ্টা হিসাবে ৮ হাজার টাকা করে পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে।

একজন অনভিজ্ঞ অধ্যাপকের পরিচালনায় এবং কোর্স শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণের কারণে কোর্সের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এসব ব্যাপারে কোর্স কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক খাজা চিশতির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন- প্রশাসন আমাকে নিয়োগ দিয়েছে, প্রশাসনই ভালো বুঝবে কি হচ্ছে না হচ্ছে।